

33T ADBE

2023

ADVANCE BENGALI

Full Marks : 100

Pass Marks : 30

Time : Three hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions.*

All questions are compulsory

Q. No. 1 (Ka to Tha) carries 1 mark each

1×12=12

Q. No. 2 (Ka to Tha) carries 2 marks each

2×12=24

Q. No. 3 (Ka to Nya) carries 4 marks each

4×10=40

Q. No. 4 carries 6 marks each

6×4=24

(Ka-12)

(Kha-12)

Total = 100

Contd.

১। অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১×১২=১২

(ক) “কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি — নই কুলে।” (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

(খ) “দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।

পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।”—‘মনসিজ’ শব্দের অর্থ লেখো।

(গ) ‘মেঘনাদবধ কাব্যের’ রচয়িতা কে?

(ঘ) “ভক্তরা বলে নবযুগ-রবি!”—এখানে ‘রবি’ কে?

(ঙ) ‘হিতবাদের (utilitarianism) প্রবর্তক কে?

(চ) “যে লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার — বড়ো হইয়া থাকে।” (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

(ছ) ‘বীরবল’ কার ছদ্মনাম?

(জ) বনফুলের প্রকৃত নাম কী?

(ঝ) ‘মুকুট’ নাটকটি কত অঙ্কে বিভক্ত?

(ঞ) ‘মুকুট’ নাটকের কনিষ্ঠ রাজকুমারের নাম লেখো।

(ট) কাদম্বিনীর বড়োজায়ের নাম কী?

(ঠ) “পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।”—কোন অলংকার?

২। নির্দেশানুযায়ী সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

২×১২=২৪

(ক) “বাজাএ সুসুর বাঁশী নান্দের নন্দন”—পঙ্ক্তিটির ‘নান্দের নন্দন’-এর অর্থ প্রকাশ করো।

(খ) “জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।”—‘ভ্রান্তির ছলনে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(গ) “বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই ‘নবী’”—‘নবী’-বিষয়ে টীকা লেখো।

(ঘ) “যে ভালবাসে, সেই অত্যাচার করে।” উদ্ধৃতিটি কোন্ পাঠের অন্তর্ভুক্ত? লেখক কে?

(ঙ) “নিষ্ফল চেষ্টায় চাঁদার খাতা দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিবে না।”—প্রসঙ্গটি তুলে ধরো।

(চ) টীকা লেখো : বিদ্যাসুন্দর কাব্য।

(ছ) সাপটি কাকে দংশন করেছিল? দংশনের পর সাপটি কোথায় আত্মগোপন করেছিল?

(জ) “দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো, শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।” উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে এ-কথা বলা হয়েছে?

(ঝ) “আমার ভাই হামচু রয়েছে। সৈন্যরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।” হামচু কে? কোন্ যুদ্ধের কথা এখানে বলা হয়েছে?

(ঞ) “আড়াল হইতে জবাব আসিল, আমি।”—এই ‘আমি’ কে? বিষয়টি বিস্তারিত করো।

(ট) ললিত কে? সে মায়ের কাছে কেন পয়সা চেয়েছিল?

(ঠ) কবিতার ছন্দের আলোচনায় মাত্রা বলতে কী বোঝায়?

অথবা

সংজ্ঞা লেখো : স্তবক অথবা অক্ষর

৩। অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৪×১০=৪০

(ক) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো :

“বঙ্গ দেশে দেখিয়াছি বহু পদ-দলে,

কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

দুখ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে!”

অথবা

“যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃৎপিণ্ড হতাশার ডম্বর বাজায়,
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু;—তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে-অমর্ত্য অতিথি-স্বপ্নের
চিহ্ন”।

- (খ) ‘দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে’—পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

অথবা

‘মেরুর ডাক’ কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

- (গ) “মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে!

প্রার্থনা করো — যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটীর মুখের গ্রাস,

যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!”

—কবি কাদের সর্বনাশ কামনা করেছেন? তিনি কেন এ-ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন?

অথবা

‘হায় চিল’ কবিতার মধ্যে কবির প্রকৃতি চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা আলোচনা করো।

- (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভালোবাসার অত্যাচারের যে বিভিন্ন পর্যায় ভাগ করেছেন, তার সম্যক পরিচয় তুলে ধরো।

অথবা

“এই পনেরো আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে।” পনেরো আনা কারা? ঐশ্বর্যের প্রমাণ তিনটি উদাহরণের সাহায্যে প্রকাশ করো।

- (ঙ) “সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো।” উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

অথবা

‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে লেখক প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণাটি তুলে ধরেছেন, তা ব্যাখ্যা করো।

- (চ) “তিক্ত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল পাগলা নয় কে? সন্ধ্যাকৈ ধরে পাগলা-গারদে পুরনু আপনি।” কে, কাকে এ-কথা বলেছে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করো।

অথবা

“রাগ করছ কেন চাঁদ, দাও চুমু দাও একটা আমাকে।” কে, কাকে চুমু দেবার কথা বলেছে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করো।

- (ছ) আরাকানরাজের কাছে পাঠানো রাজধরের চিঠিটির বক্তব্য বিষয় কী?

অথবা

“তার সঙ্গে আমার তীর বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।” কার সঙ্গে তীর বদলের কথা বলা হয়েছে? ভাগ্য কী বদল হয়েছিল? কাকে, কে কথাটি বলেছিল?

- (জ) “তবে তো সর্বনাশ হবে।”—কোন সর্বনাশের কথা বলা হয়েছে?

- (ঝ) “ঐ হতভাগটাকে দিয়ে যত রকমের ছোট কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্যন্ত একদিন পেটভরে খেতে দাও না।” ‘হতভাগা’ কে? তাকে বাড়িতে কী কী কাজ করতে হত?

অথবা

‘মেজদিদি’ গল্পে বিপিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

(এ৩) ‘আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হয়েছে। আমি কেঁদে মা।’ হেমাস্বিনী কোন্ প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে?

৪। ‘ক’ এবং ‘খ’ বিভাগ থেকে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

৬×৪=২৪

‘ক’ বিভাগ

(ক) ‘আমি পরাজিত—এ-মুকুট আমার নয়। এ-আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম—দাদা।’ কে পরাজিত? কার মাথার মুকুট? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিষয়টি আলোচনা করো। ৬

অথবা

টীকা লেখো : (যে-কোনো দুটি) :

আরাকানরাজ, ঈশা খাঁ, গোমতী, রাজধর।

(খ) “ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরা স্বভাব, হেমাস্বিনী তাহা পূর্বেই টের পাইয়াছিলেন। তখন তাহার মাথায়-মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া আদর করিয়া ‘দাদা’ বলিয়া ডাকিয়া, আর কত কী কৌশলে তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া অনেক কথা জানিয়া লইলেন।” ছেলেটি কে? সম্পর্কে হেমাস্বিনীর কে হয়? তিনি কৌশল করে তার কাছ থেকে কী কথা জেনে নিলেন? ৬

অথবা

“শপথ কচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না।” কে বলেছেন? ভাই-বোন কারা? উক্তিটির প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

‘খ’ বিভাগ

(ক) বাংলা ছন্দ কয় প্রকার ও কী কী? যে-কোনো একটি ছন্দের চারটি বৈশিষ্ট্য একটি উদাহরণসহ লেখো। ৬

অথবা

ছন্দোলিপি প্রস্তুত করো :

কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।

তাই তো খুকু রাগ করেছে ভাত খায়নি কাল।।

(খ) যে-কোনো দুটি অলংকারের সংজ্ঞা ও একটি করে উদাহরণ দাও : (২+১)×২=৬

অনুপ্রাস ; উৎপ্রেক্ষা ; ব্যাজস্ততি ; রূপক ; শ্লেষ।

—————x—————